তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫০

**বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম এর উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবিনার-এ ব্যাপক সাড়া**

রোম (ইতালি), ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম কর্তৃক ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ইতালি প্রবাসী অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আয়োজিত উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। ইতালির নয়টি শহরের ৩৩ জন প্রবাসী বাংলাদেশি সক্রিয়ভাবে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

দূতাবাস আয়োজিত এ উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের শুরুতে ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে দূতাবাস বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এর ধারাবাহিতকায় উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উৎসাহিতকরণের জন্য রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে বিপুল সাড়ার প্রেক্ষিতে ২ থেকে ৩টি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ও ইথিওপিয়াতে মনোনীত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ নজরুল ইসলাম। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ এবং সরকার প্রদত্ত সুবিধাসমূহ নিয়ে পৃথক দু’টি অধিবেশনে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর পরিচালক মোঃ আরিফুল হক এবং বিডা-র উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম এর ইকনমিক কাউন্সেলর মানস মিত্র।

প্রবাসীরা ট্যুরিজম, জাহাজ নির্মাণ, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, চামড়াজাত শিল্প, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, মেটাল ইন্ডাস্ট্রিসহ বিভিন্ন খাতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিশেষ করে আর্থিক সহায়তা, রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সরাসরি প্রশ্ন করেন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর অতিথি বক্তারা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজ শেয়ার করেন। দূতাবাসও তাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে সরাসরি প্রস্তাব গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্তমান সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার ‍সুযোগ গ্রহণের জন্য ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের আহ্বান জানান। প্রবাসী বাংলাদেশিদের ‘দূত’ হিসেবে উল্লেখ করে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আরো বলেন, কৃষিপ্রক্রিয়াজাত পণ্য থেকে আরম্ভ করে ট্যুরিজম, গার্মেন্টস এবং চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকরণসহ বিভিন্ন ব্যবসায় ইতালিতে বসাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। সে ধারাবাহিকতায় প্রবাসীরা বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মতো সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রবাসীদের মধ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরির চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আগামী ২১ মার্চ দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে।

#

নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৯

**আইএলও প্রটোকল-২৯ অনুসমর্থনের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

আইএলও প্রটোকল -২৯ অনুসমর্থনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ-টিসিসি।

আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রমভবনের সম্মেলনকক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে  মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত  সরকার, মালিক-শ্রমিক ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ-টিসিসি এর  ৬৬ তম এ সিদ্ধান্ত হয়।

সব ধরনের জবরদস্তিমূলক শ্রম অবসানের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ১১জুন বল প্রয়োগমূলক শ্রম কনভেনশন, ১৯৩০ প্রটোকল -২৯ গৃহীত হয়। প্রটোকল -২৯ অনুসমর্থনকারী দেশসমূহকে জবরদস্তিমূলক এবং বাধ্যতামূলক শ্রম নিরসন এবং দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সভাপতির বক্তৃতায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, জবরদস্তিমূলক শ্রমের সাথে সম্পর্কিত দুটি আইএলও কনভেনশন ২৯ এবং ১০৫ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে এবং বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।  টিসিসির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রটোকল -২৯ অনুসমর্থনের বিষয়কে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।

সভায় জানানো হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে Everything But Arms-EBA এর আওতায় বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখতে ২০১৯ সালের অক্টোবরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইইউ-বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের সভায় বাংলাদেশে শ্রমমান উন্নয়নে ইইউ একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের মধ্যে আইএলও প্রটোকল -২৯ অনুসমর্থন অন্যতম। উল্লেখ্য, আইএলও সদস্যভুক্ত ৪৯টি দেশ এ পর্যন্ত প্রটোকল-২৯ অনুসমর্থন করেছে। সভায় শ্রমমান উন্নয়ন সংক্রান্ত রোডম্যাপের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত সচিব ড. রেজাউল হক, সাকিউন নাহার বেগম, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মোতাহার হোসেন, বাংলাদেশ এমপ্লোয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি কামরান টি রহমান, বিটিএম এর চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি, জাতীয় শ্রমিকলীগ যুগ্ম-সম্পাদক সুলতান আহম্মদ, খান সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ এর সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ এর মহাসচিব কামরুল হাসানসহ আইএলও, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/২১২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৮

জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত

**২৯ মার্চ সোমবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪২ হিজরি সনের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে আগামীকাল ১৫ মার্চ সোমবার পবিত্র রজব মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে এবং আগামী ১৬ মার্চ মঙ্গলবার থেকে পবিত্র শাবান মাস গণনা করা হবে। প্রেক্ষিতে আগামী ১৪ শাবান ১৪৪২ হিজরি, ১৫ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২৯ মার্চ ২০২১ খ্রি. সোমবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে।

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম।

সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজান-উল-আলম, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আলতাফ হোসেন চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব), ওয়াকফ প্রশাসক আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ মামুনুল হক, সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার মুহ. সাইফুল্লাহ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মো: ছাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (প্রশাসন) মুহা. নেছার উদ্দিন জুয়েল, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের পিএসও আবু মোহাম্মদ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মুহঃ আছাদুর রহমান, মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ মোঃ আলমগীর রহমান, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ ও চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি শেখ নাঈম রেজওয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শারমীন/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/২১১৬ ঘণ্টা

Handout: Number : 1247

**Md Shahdat Hossain new Bangladesh Ambassador to Morocco.**

Dhaka, 14 March:

The Government has appointed Md Shahdat Hossain as the next Ambassador of Bangladesh to Morocco.

Md Shahdat Hossain is a career foreign service officer and he belongs to the 1984 batch of Bangladesh Civil Service (BCS) Foreign Affairs cadre.

In his distinguished diplomatic career of over 35 years, Shahdat Hossain served as Ambassador of Bangladesh to Belgium, Italy and Qatar and as the High Commissioner of Bangladesh to Sri Lanka.

He also worked in various capacities in Bangladesh Permanent Missions in New York as well as Bangladesh Missions in Cairo, Islamabad and New Delhi. At the headquarters, he worked for multiple Wings in different capacities.

Shahdat Hossain obtained his MA degree in English from Rajshahi University. He also obtained a diploma in French language from Belgium.

#

Tohidul/Roksana/Sahela/Rejwan/Mosharaf/Abbas/2021/1953 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৬

**সমন্বিত জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য**

**কারিগরি সহযোগিতা শীর্ষক রেকর্ড অভ্ ডিসকাশন স্বাক্ষর**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

আজ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সাথে জাইকার ‘সমন্বিত জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা’ প্রণয়নের জন্য কারিগরি সহযোগিতা শীর্ষক রেকর্ড অভ্ ডিসকাশন স্বাক্ষর করা হয়েছে। এতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পক্ষে অতিরিক্ত সচিব একেএম ফজলুল হক ও জাইকার বাংলাদেশ অফিসের প্রধান প্রতিনিধি ণড়যড় ঐধুধশধধি স্বাক্ষর করেন।

সমন্বিত মহাপরিকল্পনার লক্ষ্য হবে জ্বালানি নিরাপত্তা ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে স্বল্প কার্বন জ্বালানি ব্যবস্থার সমন্বয় করা। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের জন্য স্বল্প কার্বন ‘সমন্বিত জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা’ নীতি এবং প্রযুক্তি প্রবর্তন করবে। সমন্বিত মহাপরিকল্পনাটিতে ২০৩০, ২০৪১ ও ২০৫০ সালের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে।

রেকর্ড অভ্ ডিসকাশন স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. শাহ মোঃ হেলাল উদ্দিন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব শাহরিয়ার কাদের উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৪

**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৬২ লাখ যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে**

**-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬২ লাখ যুবক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তাদের মধ্যে ২২ লাখ যুবক স¦াবলম্বী হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদফতরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত দুই হাজার ৪৭ কোটি টাকার ঋণ দেয়া হয়েছে।

আজ শরীয়তপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজন ও জেলা পরিষদের সহযোগিতায় ‘যুব উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ’ শীর্ষক এক সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে মন্ত্রণালয় ১০০টি প্রসেসিং প্ল্যান উদ্বোধন করবে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। কাঁচামাল, রবি শস্যের মৌসুম না থাকলেও উদোক্তারা ন্যায্য মূল্য পাবেন। মাছও এর আওতায় আনা হয়েছে। এসব পণ্য ১-৫ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণে রাখা যাবে।

জাহিদ হাসান আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যার উদ্যোগেই পদ্মাসেতু আজ দৃশ্যমান। সেতু চালু হলে শরীয়তপুরে কারখানা হবে। এখানকার জীবনযাত্রা আরো উন্নত হবে। এখানকার যুবকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকার কর্মসংস্থানও বাড়াতে পারবে।

শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক পারভেজ হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন শরীয়তপুর-১ আসনের এমপি ইকবাল হোসেন অপু, শরীয়তপুর-৩ আসনের এমপি নাহিম রাজ্জাক, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন, শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার এসএম আশরাফুজ্জামান, যুব উন্নয়ন অধিদফতরের মহাপরিচালক আজহারুল ইসলাম খান। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে, শরীয়তপুর পৌরসভার মেয়র পারভেজ রহমান জন প্রমুখ।

#

আরিফ/রোকসানা/রেজুয়ান/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪২

**তথ্যমন্ত্রীর সাথে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন ( ১৪ মার্চ) :

আজ সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রীর সাথে তার দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত রাবাহ লারবি (Rabah Larbi)।

এ বৈঠক সম্পর্কে ড. হাছান সাংবাদিকদের জানান, ‘আলজেরিয়া বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশগুলোর অন্যতম। ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলজেরিয়া সফর করেছিলেন এবং ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য আলজেরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুমেদিন ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ওআইসি সম্মেলনে যাওয়ার শর্ত দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানকে অবশ্যই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই স্বীকৃতি দেয়ার পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।’

আলজেরিয়ার সাথে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে এবং আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে সেখানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, ওষুধ, চামড়া ও পাটজাত পণ্য এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি,  সেইসাথে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত গণমাধ্যম ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধির যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা আমরা ইতিবাচক বিবেচনায় এনেছি, জানান তথ্যমন্ত্রী।

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৩

**সাংবাদিক আতিয়ার রহমানের ইন্তেকালে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন ( ১৪ মার্চ) :

শেয়ার বাজার পত্রিকার সম্পাদক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রবীণ সদস্য লায়ন আতিয়ার রহমান আতিকের ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

গতকাল ঢাকায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আতিয়ার রহমান আতিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তথ্যমন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তথ্যমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় বলেন, আতিয়ার রহমান আতিকের ইন্তেকালে আমরা একজন নিবেদিত প্রাণ গণমাধ্যমসেবীকে হারালাম।

#

আকরাম/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪১

**বিরোধীদলের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বিএনপি গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়াতে ব্যস্ত**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন ( ১৪ মার্চ) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদলের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ এবং তারা দেশে গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়াতেই ব্যস্ত।’

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

বিএনপি’র দেয়া আগামী কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘সরকারি দলের যেমন জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থাকে, বিরোধীদলেরও জনগণের প্রতি দায়িত্ব-দায়বদ্ধতা আছে। সেই দায়িত্ব তারা পালন না করে বরং জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে, গুজব রটিয়েছে, যেটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিরোধীদলের দায়িত্ব পালন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।’

আওয়ামী লীগ পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে বিশ্বাস করে না উল্লেখ করে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আমরা জনগণের জন্য কাজ করছি। আর তারা জনগণের জন্য কাজ না করে করোনা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, ছেলেধরা গুজব ছড়িয়েছে, এই করোনাকালে জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি বরং অপরাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছে। সেটির প্রেক্ষিতে জনগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয়, সে লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। জনগণের রায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গত ১২ বছর ধরে দেশ পরিচালনা করছেন এবং সেই কারণে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর বছরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।’

‘বিএনপি মহাসচিব বলেছেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের কথায় তিনি কৌতুকবোধ করেন’ এ বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে ড. হাছান বলেন, ‘বরং মির্জা ফখরুল সাহেবের কথাতেই আমরা এবং পুরো দেশবাসী কৌতুকবোধ করি। কারণ তিনি অবলীলায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে অসত্য বলতে পারেন। তার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, অসত্য বলায় যদি কোনো পুরস্কার দেয়া যেত, তাহলে মির্জা ফখরুল সাহেব সেটি নিশ্চিতভাবেই পেতেন।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ফখরুল সাহেব আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক সম্পর্কে কথা বলে আসলে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন, যা ঠিক নয়। রাজনীতিতে সমালোচনা হবে, তারা আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বা সরকারের সমালোচনা করবেন এটি স্বাভাবিক। কিন্তু আশা করবো যে, ব্যক্তিগত সমালোচনা করবেন না।’

#

আকরাম/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪০

**বাংলাদেশ ও সুইডেন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করবে**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি, গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো, বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করবে বাংলাদেশ ও সুইডেন। আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভায় এসব বিষয়ে একযোগে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সুইডেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা মন্ত্রী পের ওলসন ফ্রিধ।

এ সময় প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা, টেকসই পরিবেশ, স্থলজ ও জলজ প্রাণীসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন তারা। আলোচনাকালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ফন লিন্ডে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মাহমুদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আহমদ শামীম আল রাজী, যুগ্মসচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন) মির্জা শওকত আলীসহ মন্ত্রণালয় ও সুইডেন দূতাবাসের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের বিষয়টি উল্লেখ করে পরিবেশ মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন সুইডেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা মন্ত্রী পের ওলসন ফ্রিধকে অভিবাদন জানান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সারির দেশগুলোর অন্যতম সুইডেন। স্বাধীনতার সাথে সাথে সুইডেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকেই দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক বিরাজমান।' তিনি এসময় বাংলাদেশে সুইডিশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। মন্ত্রী জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর মন্ত্রণালয় সারাদেশে ১ কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ করেছে যা পরিবেশ সংরক্ষণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে উল্লেখ করে পরিবেশ মন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ‘ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি ফোরাম’-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়াও ‘গ্লোবাল সেন্টার অভ্ অ্যাডাপটেশন’-এর আঞ্চলিক অফিস ঢাকায় স্থাপনের ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।

সভায় দুই দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ধরিত্রীকে বাঁচাতে সুইডেনের জোরালো অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো একটি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সাথে তার দেশ নিবিড়ভাবে একযোগে কাজ করবে। তিনি বাংলাদেশ সরকার গৃহীত ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ ও অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। সুইডিশ মন্ত্রী এসময়, মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন ‘স্টকহোম+ ৫০’ কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান।

#

দীপংকর/রোকসানা/রেজুয়ান/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/ ১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩৯

**বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দালালের দৌরাত্ম্য ও প্রতারণা**

**রোধে আইন প্রয়োগে কঠোর হওয়ার নির্দেশ**

**-- বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দালালের দৌরাত্ম্য ও প্রতারণা রোধে আইন প্রয়োগে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ। বিদেশে চাকুরি দেওয়ার নামে ন্যূনতম প্রতারণাও মানবপাচারের শামিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানব পাচারের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। মন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতি অনেকাংশে রেমিট্যান্সের উপর নির্ভরশীল এবং দিন দিন রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েই চলছে।

আজ ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ভবনের বিজয় ৭১ অডিটোরিয়ামে মন্ত্রণালয় ও ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) কর্তৃক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য আয়োজিত ‘শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধ দমনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এক কর্মশালার উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর মাইগ্রেশনের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিরাপদ শ্রম অভিবাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনি বিধিবিধান সঠিকভাবে প্রয়োগের কোনো বিকল্প নাই।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালক মোঃ শামছুল আলম, আইওএম মিশন প্রধান গিওর্গি গিগাউরি, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নাজীবুল ইসলাম, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ খলিলুর রহমান।

এ কর্মশালায় ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৩২ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আরো ৫৮ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

#

রাশেদুজ্জামান/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩৮

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ২০৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে এক হাজার ১৫৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৫৭ হাজার ৩৯৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৫৪৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ১১ হাজার ৬৯৫ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩৭

**কক্সবাজারে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি পরিদর্শন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর**

কক্সবাজার, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, সারাদেশে মহামারি করোনা পরবর্তী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ৩০ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ের পূর্বেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের টিকা দেওয়ার বিষয়টি সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কক্সবাজারে মহামারি করোনা পরবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পুনরায় খোলার প্রস্তুতি পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী কক্সবাজারে সাহিত্যিকা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনরায় খোলার প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বদা মাস্ক পরিধান করা নিশ্চিত করতে হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ নির্দেশনা ইতোমধ্যে সারাদেশে সকল শিক্ষা অফিস ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্হ্যসেবা বিভাগের জারিকৃত নির্দেশনা এবং WHO, UNESCO, UNICEF, World Bank, CDC (USA) এর আর্ন্তজাতিক নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই নির্দেশনা প্রতিপালনের আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সরবরাহকৃত পুনরায় চালুকরণ নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পন্ন করে ৩ ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের আসন বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়ম মেনে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার/পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার পালন করতে হবে।

#

রবীন্দ্র/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩৬

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করবে ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’**

**-কৃষিমন্ত্রী**

শেরপুর (বগুড়া),  ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করবে বলে উল্লেখ করেছেন ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের’ প্রধান উপদেষ্টা ও কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন বলেই আমরা স্বাধীন দেশটি পেয়েছি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলনে-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ছিলেন মূল সংগঠক ও অবিসংবাদিত নেতা। একই সাথে, বঙ্গবন্ধু ছিলেন কৃষি ও কৃষকের অকৃত্রিম বন্ধু। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠনে প্রথমেই গুরুত্ব দেন কৃষি উন্নয়নের কাজে। ডাক দেন সবুজ বিপ্লবের। ফলে, বঙ্গবন্ধু আমাদের হৃদয়ে যেমন আছেন তেমনি বাংলার আকাশে বাতাসে আছেন।

বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও কৃষিমন্ত্রী রবিবার বগুড়ার শেরপুরে বালেন্দা গ্রামে ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন। শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উল্লেখ্য, বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় ১০০ বিঘা আয়তনের ধানক্ষেতে ফুটিয়ে তোলা ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ এখন গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যচিত্রে  হিসাবে স্বীকৃতির প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এ দেশের সবুজ শ্যামল ভূমির প্রতিটা কণা, শস্যক্ষেতসহ সকলক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি প্রতিকৃতি আমরা দেখতে পাই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে  আমরা বঙ্গবন্ধুকে ফসলের ক্ষেতে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যচিত্রে তুলে ধরেছি। এটা একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম। এর মাধ্যমে দেশের সকল মানুষ সশরীরে বা মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে শস্যক্ষেতে দেখতে পারবেন। এটি দেখে বর্তমান প্রজন্ম ও আগামী  প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একটি মহাকাব্য। আর এ মহাকাব্যের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক  ও বাহক। বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ সংগ্রামের এর মধ্য দিয়ে দেশের সাত কোটি মানুষকে  স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে একটি জাতি রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে এটা আনন্দের কথা যে, আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথেই অগ্রসর হচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর আলোকবর্তিকা তাঁর সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। তিনি দেশকে মর্যাদা ও সম্মানে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা বাংলাদেশকে একটি  উন্নত সমৃদ্ধ জাতিতে রূপান্তর করবো।

শেরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান মজনুর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য সাহাদারা মান্নান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ, সাবেক মহাপরিচালক মো: হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বগুড়ার জেলা প্রশাসক জিয়াউল হক, পুলিশ সুপার মো: আলী আশরাফ ভূইয়া, 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু' জাতীয় পরিষদের সদস্যসচিব মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রাগিবুল হাসান ও আওয়ামীলীগের  সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শফিক।

#

কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩৫

**উদ্বোধন হলো ‘মুজিব ১০০’ অ্যাপ**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন ( ১৪ মার্চ) :

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সংগ্রাম মুখর জীবনের ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে নির্মিত ‘মুজিব ১০০’ অ্যাপ এর উদ্বোধন হলো আজ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ভার্চুয়ালি অ্যাপটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ।

অ্যাপটি উদ্বোধনকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া এই অ্যাপের অন্যতম লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় দেয়া সমস্ত ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর লেখা বই এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে অ্যাপটি।

‘মুজিব ১০০’ অ্যাপের গুরুত্বপূর্ণ ফিচারের মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন-বঙ্গবন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর হাতে লেখা চিঠিপত্র এবং আত্মজীবনীমুলক বইসমূহ। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামময় জীবনের বিভিন্ন সময়কার ছবি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ফটো আর্কাইভ। এছাড়া অ্যাপের ‘ইভেন্ট’ ফিচারের মাধ্যমে মুজিব শতবর্ষের বিভিন্ন উদযাপনের আপডেট জানা যাবে। এই অ্যাপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। যার প্রমাণ মিলবে অ্যাপের অগমেন্টেড রিয়েলিটি এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি’র মতো ফিচারগুলোতে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশ্বনেতাদের বিবৃতি, মুজিব শতবর্ষের থিম সং, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত গ্রাফিক নভেল ‘মুজিব’সহ বৈচিত্র্যময় কন্টেন্ট দিয়ে সাজানো হয়েছে অ্যাপটি।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই অ্যাপের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন উক্তি পড়ে অনুপ্রাণিত হবে । অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে। এটি অনলাইন ও অফলাইন-এ এবং খুব অল্প ব্যান্ডউইথ-এ ব্যবহার করা যাবে। বাংলা ও ইংলিশ দুই ভাষাতেই ব্যবহার করা যাবে অ্যাপটি।

প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শকে অনুসরণ ও প্রয়োগ করার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোবাইল গেম এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আনোয়ারুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ডঃ বিকর্ণ কুমার ঘোষ।

উল্লেখ্য, সারাদেশে বিভিন্ন রকম কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হচ্ছে মুজিব শতবর্ষ। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে [mujib100.gov.bd](http://mujib100.gov.bd) নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। ‘মুজিব ১০০’ অ্যাপটি এই ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল সংস্করণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ‘মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন’ প্রকল্পের অধীনে তৈরি করা হয়েছে এটি।

#

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রোকসানা/আব্বাস/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩৪

**স্পিকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সাথে আজ তাঁর কার্যালয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তারা সংসদীয় কার্যক্রম, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পরিস্থিতি, মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

স্পিকার সমগ্র বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির বিপর্যয়ের বিষয়টি তুলে ধরেন। টিকা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ সংকট উত্তরণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। স্পিকার বিষয়টি ‘কালেক্টিভ ওয়েলফেয়ার’ বলে চিহ্নিত করে উন্নয়নশীল দেশের টিকা পাওয়ার বিষয়টির ওপর জোর দেন। এসময় তিনি আগামী ১৭ থেকে ২৬ মার্চ দশ দিন ব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালা সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।

স্পিকার বলেন, বাংলাদেশের নারীরা অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। নারী উদ্যোক্তারাও পিছিয়ে নেই। নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। এসময় স্পিকার একাদশ জাতীয় সংসদে ৭৩ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রম, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সফলতার সাথে মোকাবিলা করছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানগণের আগমন খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত করোনা পরিস্থিতেও বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো সুদৃঢ় হবে।

এ সময় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

তারিক/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩৩

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে ধারণ করার উদ্যোগ নিতে হবে**

**-মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ত্যাগ, তাঁর অবদান ও আদর্শ জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। আগামী দিনের সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তাদের হৃদয়ে ধারণ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

মন্ত্রী গতকাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনলাইনে জেলা প্রশাসন নেত্রকোণা আয়োজিত ‘শতবর্ষে শত অনুষ্ঠান’ সংক্রান্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর সুদৃঢ় নেতৃত্ব, দূরদর্শীতা আত্মত্যাগ তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে অধ্যয়ন করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সম্পাদিত প্রকাশনা বড় সম্পদ হতে পারে। চিরন্তন বঙ্গবন্ধুকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নেত্রকোণা জেলা প্রশাসন ‘বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ’ একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগকে মন্ত্রী মহৎ উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশনাসমূহ উন্নতমানের সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মোস্তাফা জব্বার নেত্রকোণায় ছয়বার বঙ্গবন্ধুর আগমন করেছেন উল্লেখ করে বলেন, নেত্রকোণার মানুষের জীবনধারা, বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে এখানকার মানুষের কাজ করার প্রবণতা বঙ্গবন্ধুকে আকৃষ্ট করেছে। মন্ত্রী গত ১২ বছরে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়ন চিত্র তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে রূপান্তর ঘটেছে তা সারা দুনিয়ার কাছে এক বিস্ময়, এটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সুখী সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ।

ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে এবং নেত্রকোণার জেলা প্রশাসক কাজি আবদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল ও হাবিবা রহমান খান, আইএমইডি সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সাবেক সচিব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত, কবি নির্মলেন্দু গুণ, অধ্যাপক যতীন সরকার এবং শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. রফিক উল্লাহ প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

বক্তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে “শতবর্ষে শত অনুষ্ঠান” উক্ত শিরোনামে ১০০ দিনের ১০০ টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রমী ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করায় জেলা প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৩১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩২

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ):

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল :

**মূলবার্তা :**

করোনাভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন মনিটরিং-এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা।

#

মাহবুব/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/আসমা/২০২১/১২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩১

**করোনাভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মাস্ক পরিধানসহ**

**স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন মনিটরিং-এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ):

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের ওপর জোর দিয়ে গতকাল এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সাম্প্রতিক করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার গত কয়েক মাসের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংক্রমণের হার রোধের জন্য সবক্ষেত্রে সকলের মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এ পরিস্থিতিতে সকলের মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করেছে।

#

মাহবুব/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১০৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩০

**বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন (১৪ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে দেশবাসীসহ বিশ্বের সকল ভোক্তাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য-‘মুজিববর্ষে শপথ করি, প্লাস্টিক দূষণ রোধ করি’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থেকে টেনে তুলে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে তাঁরই হাতে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করলো। আমাদের দূরদর্শিতা, সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার উন্নত দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের জনগণের জন্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়ে অধিক মনোযোগী। এ লক্ষ্যে আমাদের সরকার ২০০৯ সালে ‘ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯’ প্রণয়ন ও আইনের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। উন্নত নাগরিক জীবনের অন্যতম সূচক হচ্ছে নিরাপদ পণ্য ও উন্নত পরিসেবা পাওয়ার অধিকার। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সকল কর্মচারী ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একই সাথে এ অধিদপ্তর ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। সকল ব্যবসায়ী ও ভোক্তার প্রতি আমার অনুরোধ প্রত্যেককেই অধিকার সচেতন হওয়ায় পাশাপাশি দায়িত্বশীল হতে হবে। তাহলেই একটি সুস্থ, আস্থাশীল বাজার ব্যবস্থা তৈরি হবে যার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

কোভিড-১৯ মহামারিতেও বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। যেখানে বিশ্বের বহু উন্নত দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, সেখানে আমরা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতেই সফল হইনি বরং মহামারি নিয়ন্ত্রণে রেখে বিশ্বের কাছে উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। এ অধিদপ্তরের সকল কর্মচারী মহামারি উপেক্ষা করে বাজার তদারকি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান - আসুন, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ২০২১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/আসমা/২০২১/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২৯

**বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন ( ১৪ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আমি ভোক্তাসাধারণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ‘মুজিববর্ষে শপথ করি, প্লাস্টিক দূষণ রোধ করি’ যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

ভোক্তা অধিকার সর্বজনীন। পণ্যের ন্যায্যমূল্য ও গণুগত মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯’ প্রণয়ন করেছে। আইন প্রণয়নের পাশাপাশি এর যথাযথ প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোক্তাদের আস্থা অর্জনে আরো বেশি সচেষ্ট থাকবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন জরুরি। পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও সেবা প্রদানে যে-কোনো অনিয়ম মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। তাই খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ প্রতিরোধে বিশেষ নজরদারি রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। একইসাথে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পলিথিন ও প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করতে হবে। বর্তমান করোনা মহামারিতেও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি আশা করি, ভোক্তা সাধারণের অধিকার রক্ষায় বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আরো নিষ্ঠার সাথে পালন করবে।

আমি ‘বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রোকসানা/আব্বাস/২০২১/১৮০৭ ঘণ্টা